40

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৪

শ্বেতপত্র ঃ দুর্নীতি অনিয়ম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭টি মূল পদের ৩৪টিতেই বিএনপি সমর্থিত শিক্ষকরা দায়িত্বে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের কৃষি শক্তি ও যন্ত্রবিভাগের অধ্যাপক ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুকের কর্মকালীন সময়ের নানা দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকদের সংগঠন 'গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম'–এর সভাপতি ডঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরসংবলিত এ শ্বেতপত্রটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)।– গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ বা আইন দ্বারা পরিচালিত নয়। বর্তমান বিধি অনুযায়ী উপাচার্য প্রশ্নের উর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রশাসক। বর্তমান উপাচার্যের সেই ক্ষমতাবলির এমন মাত্রায় অপব্যবহার করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আজ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ধ্বংসের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে।

ক্ষমতারোহণ পর্ব ঃ শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, উপাচার্য পদে আসীন হওয়ার আগে তৎকালীন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকার সমর্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন 'সোনালী দলের' সভাপতি ছিলেন তিনি। পূর্ববর্তী উপাচার্য আশরাফ আলী খানের অকাল মৃত্যু ঘটলে, দলীয় আনুগত্যের কারণে সিনিয়রিটির দিক দিয়ে ৩২ নম্বর স্থানে থেকেও প্রবীণতর অধ্যাপকদের ডিঙিয়ে তিনি উপাচার্য পদে নিয়োগলাভ করেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে তার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক হারে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, সন্ত্রাস লালন ও বিস্তার পাগলা ঘোড়ার মত ছুটছে ক্যাম্পাসে। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিজের ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক দুর্নীতি চালিয়ে লাভবান হতে থাকেন।

স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ ঃ শ্বেতপত্রে বলা হয়, উপাচার্য পদে আসীন হবার পর তার বা সিন্ডিকেটের মনোনয়ন দ্বারা পূরণযোগ্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে বিএনপি সমর্থিত সোনালী দলের অনুগত ও তৎপর সদস্যদের নিয়োগের চিত্রটি এমনই যে, দেখে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন সোনালী দলের 'লিজকৃত' সম্পত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭টি প্রশাসনিক পদের ৩৪টিতেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিএনপি সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন সোনালী দলের শিক্ষকদের। দেখা যায় ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সিস্টেমের পরিচালক ও সহযোগী পরিচালক, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কো-অর্ডিনেটর, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রক্টর, ছাত্রকল্যাণ কর্মকর্তা, পরিবহন কর্মকর্তা, ফাইনান্স কমিটির সিন্ডিকেট নমিনি ও চ্যান্সেলর নমিনির প্রত্যেকে, সোনালী দলের। এছাড়া তিনটি সহকারী প্রক্টর পদের সবক'টি, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সিন্ডিকেট নমিনির ৫টি, উপাচার্য নমিনির ২টি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সিন্ডিকেট নমিনির ২টি পদের ২টিই, চ্যান্সেলর নমিনির ২টিই, এডভাইজারি কমিটির সিন্ডিকেট নমিনির ২টি ও ভাইস চ্যান্সেলর নমিনির ২টি পদের প্রত্যেকটিতে আসীন হয়েছেন সোনালী দলের শিক্ষকবৃন্দ। শুধুমাত্র ৯টি হল প্রভোস্ট পদের ৩টি ছাড়া ৬টিতেই নিয়োগ পেয়েছেন সোনালী দলের শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, এমনকি শ্রমিক নিয়োগে পর্যন্ত 'দলীয় আনুগত্য' চাকরিপ্রাপ্তির প্রধান যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্তমান আমলে শিক্ষক নিয়োগে মেধা কোন বিষয়ই নয়। জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি আনুগত্য অথবা দলের নেতাশ্রেণীর ব্যক্তিদের 'শ্যালিকা' বা 'কন্যা' বিবাহ করা শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩০/৪০ জন লেকচারারের মধ্যে ৩/৪ জন ছাড়া প্রত্যেকে নিয়োগলাভ করেছেন 'দলীয় আনুগত্যের যোগ্যতা' অথবা 'নেতাশ্রেণীর ব্যক্তিদের সাথে আত্মীয়তার যোগ্যতায়।'

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না। এককথায় ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছে বিএনপি'র লিজকৃত সম্পত্তিতে।